MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

ASSIGNMENT (Anyone)

Academic year — 2023-24

Topics —
1) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ড অবলম্বনে কবির হাস্যরস পরিবেশন দক্ষতার পরিচয় দাও
২) চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার চরিত্র আলোচনা
৩) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধর্মমত আলোচনা কর

Full Name — Jayanti Mandal
Roll No — 3714
Subject — Bengali
Paper — 104
Semester — M.A. 1st sem
Date of Submission — 29.11.23

Jayanti Mandal
Students signature

Professor Signature

---

1) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ড অবলম্বনে কবির হাস্যরস পরিবেশনে দক্ষতার পরিচয় দাও।

সাহিত্য মাত্রই জীবন সম্ভূত। মঙ্গলকাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। দেব মাহাত্ম্য জ্ঞাপন এই ধরনের কাব্যের উদ্দেশ্য হলেও জীবনের প্রাতিদৈনিকতার উপর ভিত্তি করেই যে আখ্যানগুলি নির্মিত হয়েছিল, জীবনের প্রবাহিত দুটি রূপ সুখ ও দুঃখ, কবিকঙ্কনের চন্ডীমঙ্গল আখ্যানে দুঃখের ঘটনা যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি সহজ সরল প্রসন্ন হাসি ও কৌতুক জীবনেরই অনিবার্য টানে কাব্যে সংকলিত হয়েছে।

কবি মুকুন্দ এই কাব্যে একাধিক হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির অবতারনা করেছেন। দেবখন্ডে গৌরীর বিবাহের সময়, মেনকা কর্তৃক জামাইবরন ও বিবাহকেন্দ্রিক যে বিবিধ স্ত্রী আচারের আয়োজন, সেখানে কবি হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ তৈরি করেছেন। মহাদেবের পরনে বাঘছাল, কোমর বন্ধনী তার সাপ। মেনকা চলেছেন জামাই বরনে, বরনের ডালায় ওষুধের মূল রয়েছে। সেই ওষুধের মূলের গন্ধে সাপ পালিয়ে গেলে বিবাহসভায় মহাদেব বিবস্ত্র হয়ে পড়েন,

সেমতাবস্থায় মেনকা অপ্রস্তুত। নন্দী চাতুর্যের সঙ্গে বিবাহসভায় আলো নিভিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। কবির বর্ননায় বিষয়টি এইরকম —

ধুঁয়ের ফুলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনার মধ্যে হর হইল উলঙ্গ।।
লাজ পায়া মেনকা পালায় গুঁড়ি গুঁড়ি।
নন্দী সে বুঝিয়া কাজ নিবায় দেউটি।।

নারীগনের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের একটি প্রথাসিদ্ধ অঙ্গ। পূর্বঘটনার সূত্র ধরে মহাদেব এরপর বিবাহসভায় মোহনবেশে উপস্থিত হলেন। তার সেই রূপ দেখে সভায় উপস্থিত অন্যান্য সধবা নারীগন তাদের স্বামীভাগ্যের নিন্দা করতে থাকেন। সেই আলোচনার ইঙ্গিত নারীসমাজের অসহায়তার প্রতি হলে আপাত লঘুতায় তা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

হর গৌরীর সংসারে নিত্য অনটন, মহাদেবের সম্বল না থাকলেও ভোজন রসিকতা আছে পূর্নমাত্রায়, পরিস্থিতিজাত এই বিপ্রতীপতা থেকেও কৌতুকরসের জন্ম হয়েছে। কবির বর্ননা অনুসারে তা এইরকম —

"আজি গনেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
রান্ধিবে সুস্যারি ডাল দিবে টাবা জল,
খন্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।।"

নরখন্ডের কাহিনীতে কালকেতুর ভোজনের যে বর্ননা, সেখানেই হাস্যরসের উদ্রেক ঘটেছে। দরিদ্র ব্যাধের খাবার আয়োজন আমাদের মনে কৌতুকের জন্ম দেয়, কবি বলেছেন বর্ননা দিয়ে —

"ছোটগ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল"।

কালকেতুর সঙ্গে তার অতিরিক্ত মধুর ব্যবহার। সোনার আংটিকে পিতল বলে কালকেতুকে প্রতারনা করবার চেষ্টা চরিত্রটির শঠতা সম্পর্কে পাঠককে যেমন ধারনা দেয়, তেমনি কৌতুক রসের ও জন্ম দেয়। প্রথমে মুরারি বলেন —

"সোনা রূপা নয় বাপা এ বেঙ্গা পিতল
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।"

নিজে অতি ধূর্ত, কিন্তু কালকেতু তার ফাঁদে ধরা না দিলে মুরারি বলেন — 'ভাইপো হয়াছে সেয়ানা', তারপর দেরাদেমে পুরো সাতকোটি টাকা চুকিয়ে দেওয়ার আগে কালকেতুকে বলেন মুরারি — 'এতক্ষন পরিহাস করিলাম তোমারে'।
এই অংশে মুরারি শীলের মিথ্যাভাষন, অভিনয়পটুতা পাঠকের মনে কৌতুকরসের উদ্রেক করে।

গুজরাট নগরে অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে এল ভাঁড়ু দত্ত, তার খলতাকেও কবি কৌতুকপ্রদ করেই বর্ননা করেছেন। কলিঙ্গ নগরে বন্যার কালে মানুষের দুর্গতি বর্ননার কালে ভাঁড়ুর মুখে যে কথা বসিয়েছেন কবি তাতে দুঃখের বর্ননাতেও কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্টি করে — "উচানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার,
জটে ধরি খাসু মোরে করিল উদ্ধার।"

এইভাবে দেখা যায়, কবিকঙ্কনের কাব্যের দেবখন্ড ও আখেটিক খন্ডের অধিকাংশ অংশ হাস্য-পরিহাস, কৌতুক-রসে উজ্জ্বল, তাঁর এই বর্ননায় কোথাও শ্লেষ বা ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না। দেবতা বা মানুষ সুজন কিংবা দুর্জন - সবাই কবির স্নিগ্ধ জীবনবোধের স্পর্শে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল পরিমন্ডল বিরাজ করে কবির জীবন রসিকতা বোধকেই পূর্ন করে তুলেছে।